



90097 - যবে সব জায়নামাযে কাবার ছবি কিংবা পবতিৰ স্থানসমূহৰে ছবি আছে সে সব জায়নামাযে নামায পড়ার বধিান

প্রশ্ন

নামাযৰে জায়নামাযে কাবার ছবি ও পবতিৰ স্থানগুলোর ছবি মাড়ানো কি হিৰাম? যবে সকল জায়নামাযে পবতিৰ স্থানগুলোর ছবি আছে সে সকল জায়নামায বৰ্জন করার একটা প্রচারণা রয়েছে; যাতবে করে সে ছবিলুগো পা দিয়ে মাড়ানো না হয়। এ বিষয়ে শরিয়তবে বধিান কি? ইসলাম ও মুসলমানদবে পক্ষ থেকে আল্লাহ্আপনাদবেকে উত্তম প্রতদিন দনি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যবে সব জনিসিবে প্রাণ নাই; যমেন: জড়বস্তু ও উদ্ভদি ইত্যাদি; সগেলোর ছবি আঁকায কোন গুনাহ নাই। কাবা ও পবতিৰ স্থানগুলোর ছবি আঁকা এর মধ্যবে পড়বে; যদি এতবে মানুষবে ছবি না থাকবে।

তবে কোন নামাযীৰ সামনে বা তার জায়নামাযে কোন প্রকার ছবি না থাকাই বাঞ্ছনীয়; যাতবে করে ছবিলুগো তার মনবেযোগ বধিনতি না করে। ইমাম বুখারী (৩৭৩) ও ইমাম মুসলমি (৫৫৬) আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যবে, একবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কারুকাজ বশিষ্ট একটা কাপড়ে নামায পড়লবে এবং একবার কারুকাজবে দকিবে তাঁর দৃষ্টি গলে। নামায শেষে তিনি বললবে: আমার এ কাপড়টি আবু জাহমবে কাছবে নিয়ে যাও এবং আবু জাহমবে আনবজিনী (শামবে একটা স্থানে উৎপাদতি) কাপড়টি নিয়ে আস। কারণ একটু আগবে এ কাপড়টি আমার নামাযবে মনবেযোগ নষ্ট করতে যাচ্ছিলি। হশাম বনি উরওয়া তাঁর পতি থেকে তিনি আয়শো (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যবে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: নামাযবে কারুকাজগুলোর উপর আমার দৃষ্টি যাচ্ছিলি। তাই আমার আশংকা হচ্ছিলি এটা আমাকে ফতিনায় ফলেবে দবিবে।

আনবজিনী: এমন মটো কাপড় যাতবে কোন নকশা বা কারুকাজ নাই।

নকশাক্ত ও কারুকাজ খচতি এসব জায়নামাযে নামায পড়া মাকরুহ হওয়ার কারণ হল যবেতবে এগুলো নামাযীৰ মনবেযোগ নষ্ট করে। এজন্য নয় যবে, এতবে পবতিৰ স্থানগুলকে পা দিয়ে মাড়িয়ে অসম্মানতি করা হচ্ছবে; যমেনটি প্রশ্নবে উল্লেখবে করা হয়েছে। আমাদবে দৃষ্টিতে এতবে কোন অসম্মান হচ্ছবে না। বরং এ ধরণবে জায়নামাযবে মালকিবো সাধারণত সচতেন থাকবে এবং জায়নামাযবে যবে অংশবে পবতিৰ স্থানগুলোর ছবি নাই সে অংশবে তারা পা রাখবে।



শাইখ উছাইমীন (রহঃ) কবে এমন জায়নামাযে নামায পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসে করা হয় যগুলোতে মসজিদে ছবি আছে। জবাবে তিনি বলেন: আমাদের দৃষ্টিভিগ্নি হচ্চে ইমামের জায়নামাযে মসজিদে ছবি থাকা বাঞ্ছনীয় নয়। যহেতে হতে পারে এটি ইমামের মনোযোগ বঘ্নিত করবে, তার দৃষ্টিকে আকর্ষণ করবে। এভাবে নামাযে ত্রুটি ঘটাবে। এ কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নকশাবশিষ্ট কাপড়ে নামায পড়ছিলেন এবং একবার নকশার দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়ে যায় তখন নামায শেষে তিনি বলেন: "আমার এ কাপড়টি আবু জাহমের কাছে নিয়ে যাও এবং আবু জাহমের আনবজানী (শামেরে একটি স্থানে উৎপাদিত) কাপড়টি নিয়ে আস। কারণ একটু আগে এ কাপড়টি আমার নামাযে মনোযোগ নষ্ট করত য়াচ্ছিল।" আয়শো (রাঃ) এর হাদিস হিসেবে সহহি বুখারী ও সহহি মুসলমি বর্ণিত।

যদি ধরে নেয়ো হয় যবে, এর দ্বারা ইমামের মনোযোগ নষ্ট হবে না; যহেতে ইমাম অন্ধ কথিবা বহুবার দেখতে দেখতে তার কাছে এটি উল্লেখযোগ্য কচ্ছি নয় ও নজর দয়োর মত কচ্ছি নয়— সেক্ষেত্রে আমরা এতে নামায পড়ায় কোন অসুবিধা দেখেছিনা। আল্লাহই তাওফকিদাতা। [মাজমুউ ফাতাওয়াস শাইখ বনি উছাইমীন (১২/৩৬২)]

স্থায়ী কমটির ফতোয়াসমগ্র (৬/১৮১) এসছে:

প্রশ্ন: যবে কার্পটেগুলোর উপর ইসলামী স্থাপনার আকৃতি অংকিত আছে; ঠিক বর্তমানে মসজিদগুলোর কার্পটেগুলো যমেন— সগেলোর উপর নামায পড়ার হুকুম ক? যদি কার্পটে উপর ক্রশের ছবি থাকে এমন কার্পটে নামায পড়ার হুকুম ক? ছবিকে ক্রশ হিসেবে সাব্যস্ত করার জন্য দুই পাশেরে রাখোদবয় সমান এবং নীচেরে রাখো লম্বা ও উপরেরে রাখো খাটো হতে হবে; নাকি ক্রস আকৃতির যবে কোন রাখোদবয়ই ক্রশ। আশা করি আপনারা এ বিষয়টি আমাদেরকে অবহতি করবনে; যহেতে এ মুসবিত ব্যাপক আকার ধারণ করছে। আল্লাহ্আপনাদেরকে হফোযত করুন।

জবাব:

এক. মসজিদগুলো আল্লাহর ঘর। যবে ঘরগুলো নামায আদায় করা এবং সকাল-সন্ধ্যায় মনোযোগ, অনুনয়-বনিয় ও আল্লাহর ভয়ভীতি নিয়ে তাঁর পবতিরতা ঘোষণা করা (তাসবহি পাঠ)-র জন্য নরিমতি। মসজিদে কার্পটে ও দয়োলনে নকশা করলে সেটো আল্লাহর স্মরণে বঘ্নিত ঘটায়, মুসল্লদিরে মনোযোগেরে অনকেটুকু নষ্ট করে। তাই সলফে সালহীনদেরে অনকে নকশা করাকে অপছন্দ করতনে (মাকবুহ জানতনে)। তাই মুসলমানদেরে উচতি মহা পুরস্কার ও অধিক সওয়াব পাওয়ার আশায় এমন নকশা থেকে তাদরে মসজিদগুলোকে মুক্ত রাখা; যাতে করে রাব্বুল আলামীরে নকৈট্য অর্জনেরে স্থানসমূহ থেকে মনোযোগ নষ্টকারী জনিসিগুলো দূর করে পরপূর্ণ ইবাদতেরে পরবিশে বজায় রাখা যায়। তবে এ ধরণেরে কার্পটে উপর নামায পড়া শুদ্ধ।

দুই. ক্রশ হচ্চে খ্রিস্টানদেরে প্রতীক। তাদরে উপাসনালয়ে তারা এ প্রতীকটি রাখে, এটাকে সম্মান করে এবং এ প্রতীককে একটি মিথ্যা ঘটনা ও বাতলি বিশ্বাসেরে চহ্নি গণ্য করে। সে বিশ্বাসটি হল: মরয়িম তনয় ঈসা আলাইহিসি সালামেরে ক্রশবদিধ



হওয়ার ঘটনা। এ বিশ্বাসের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌তাআলা ইহুদী ও খ্রিস্টানদেরকে মথিযাবাদী ঘোষণা করছেন। তিনি বলেন:
"অথচ তারা তাকে হত্যা করেনি, ক্রশবদিধও করেনি; বরং তারা ধাঁধায় পড়ছেলি।" তাই মুসলমানদের জন্য তাদের নামাযের কার্পটে বা এ ধরণের কিছুতে ক্রশ রাখা জায়যে নয়; ক্রশকে থাকতে দয়ো উচতি নয়। বরং তাদের উপর আবশ্যক এটিকে মুছে ফলে, এর রখোগুলো নশ্চিন করা; যাতে করে নন্দনীয় বিষয় থেকে দূরে থাকা যায় এবং খ্রিস্টানদের সাথে সাধারণ সাদৃশ্য গ্রহণ থেকে; এবং তাদের সম্মানযোগ্য বিষয়গুলোর সাথে বিশেষ সাদৃশ্য গ্রহণ থেকে উর্ধ্বে থাকা যায়। এক্ষেত্রে আড়াআড়ি রখোটলিম্বালম্বরিখোর চয়ে দীর্ঘ হওয়া বা সমান হওয়া কথিবা উপরের অংশেরে রখো নীচেরে অংশেরে রখোর চয়ে খাটো হওয়া বা সমান হওয়ার মধ্য কন তফাৎ নাই।

আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।